সমকাল

তারিখ 4 APR 2017
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৫

শেরপুরের ১৮২ স্কুলে শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত

■ শেরপুর প্রতিনিধি

শেরপুরে ১৮২ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক নেই। এ ছাড়া সহকারী শিক্ষক নেই ১৫০টি বিদ্যালয়ে। এতে শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। ৫ বছর ধরে নিয়োগ ও পদোন্নতি না থাকায় এ সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে।

শিক্ষক সংকট

৫ উপজেলায় ৬৬৭টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এর মধ্যে শেরপুর সদর উপজেলায় ৫১, শ্রীবরদীতে ৪৭, নালিতাবাড়ীতে ৩৪, নকলায় ২৮ ও ঝিনাইগাতী উপজেলায় ২২ বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক নেই। এসব বিদ্যালয়ের মধ্যে শেরপুর চরাঞ্চলের ৫ ইউনিয়নের ২৫টি বিদ্যালয়ে ৫-৭ বছর ধরে প্রধান শিক্ষক না থাকায় অভিভাবকহীন ওইসব বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতির হার প্রায় অর্ধেকে নেমে এসেছে। এসব বিদ্যালয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে– সদর উপজেলার, ৬ ও ৭নং চর, বেতমারী, ঘুঘুরাকান্দি, চরখারচর সাতানিপাড়া, সন্ন্যাসীর চর, সাহাব্দীর চর, চরভাবনা, ধুপারচর, কুমারারচর, বাগলগড়।

কামারের চর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মো. হাবিবুর রহমান হাবিব বলেন, আমরা জনপ্রতিনিধিরা মিডডে মিল্কসহ নানাবিধ কর্মসূচি দিয়ে ছেলেমেয়েদের স্কুলে আনতে চেষ্টা করছি। একটি বিদ্যালয়ে যখন প্রধান শিক্ষক না থাকে তখন সহকারী শিক্ষকদের পক্ষে দরিদ্র ছেলেমেয়েদের ধরে রাখা সম্ভব হয় না।

শ্রীবরদী উপজেলার সীমান্তঘেঁষা বালিজুড়ি, বড়ইকুচি, বাবলাকোনাসহ পাহাড়ি এলাকায় ১০টি বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক নেই। উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা অরুণা রানী সরকার বলেন, সাধারণত প্রধান শিক্ষকরা স্থানীয়ভাবে মা সমাবেশ ও অভিভাবক সমাবেশের মাধ্যমে উদ্বুদ্ধ করে ছেলেমেয়েদের বিদ্যালয়ে নিয়ে আসেন। প্রধান শিক্ষক না থাকায় উদ্বুদ্ধকরণের কাজটি সহকারী শিক্ষকদের পক্ষে করা সম্ভব না হওয়ায় স্কুলগামী না হয়ে শিশুরা ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমে নিয়োজিত হচ্ছে।

শেরপুর জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. ফজলুল হক বলেন, জেলায় ১৮২টি বিদ্যালয়ে অবসরজনিত কারণে ও পদোন্নতি বন্ধ থাকায় প্রধান শিক্ষকের শূন্যপদ রয়েছে।